তারিখ: ২৯ মার্চ ২০১৭

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

সমতলের আদিবাসীদের ভূমি উদ্ধারে শক্তিশালী ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে-"সমতলে আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার প্রয়োগ"- শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তারা।

আজ ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), নাগরিক উদ্যোগ, এএলআরডি আয়োজিত ডেইলী স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত "সমতলে আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯৭ ধারার প্রয়োগ" - শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত বক্তারা বলেন, সমতলের আদিবাসীদের ভূমি উদ্ধারে শক্তিশালী ভূমি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

উক্ত বৈঠকে ব্লাস্ট-এর গবেষক দল পরিচালিত সমতলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার বিষয়ক গবেষণায় প্রাপ্ত মূল পর্যবেক্ষণ ও তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন ব্লাস্টের গবেষক এডভোকেট তাজুল ইসলাম ও এডভোকেট রেজাউল করিম সিদ্দিকী। তাদের গবেষণা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ আইনের বিশেষ বিধান প্রয়োগে স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলে শৈথিল্য প্রদর্শন করছে বা অংশত প্রয়োগ করছে। যার ফলে ৯৭ ধারার উদ্দেশ্য দেশব্যাপী মারত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে এবং বলপূর্বক বা বিভিন্ন কৌশলে বা প্রতারণামূলকভাবে আইনসম্মত পন্থা ব্যতীত আদিবাসীদের বিপুল পরিমান ভূমি অ-আদিবাসী ব্যক্তিদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে অথচ আইনের বিধান থাকা স্বত্তেও নির্বাহী বিভাগ উক্ত ভূমি পূনরুদ্ধারের কোন উদ্যোগ-ই গ্রহণ করনেনি। তাছাড়া এসংক্রান্ত বিদ্যমান আইনেরও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস বলেন, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ একটি জনবান্ধব আইন, এর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের কাছে সুফল পৌছে দেয়া সম্ভব"।

সমাপনী বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, "আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র ও প্রশাসন আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে একসময় আদিবাসীগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে"।
গবেষণা ফলাফলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. স্বপন আদনান, জাতীয় আদিবাসী ফোরাম-এর সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ-এর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, এএলআরডি-এর প্রধান নির্বাহী শামসুল হুদা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর এডভোকেট জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

মানবাধিকার কর্মী এডভোকেট সুলতানা কামাল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই গোল টেবিল বৈঠকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য হাজেরা সুলতানা এবং আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস-এর টেকনোক্র্যাট সদস্য অধ্যাপক মেজবাহ কামাল। নাগরিক উদ্যোগ-এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন-এর সঞ্চালনায় এই বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মো: রুহুল কুদ্দুস।

এই বৈঠকে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ, গবেষক, আইনজীবী, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে সমতলে বসবাসরত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯৭ ধারায় বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের ৯৭ নং ধারা অনুযায়ী সমতলে বসবাসকারী সুনির্দিষ্ট ২২ (বাইশ) টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বাহিরে অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী এবং অ-আদিবাসীদের নিকট ভূমি হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজস্ব কর্মকর্তার [জেলা প্রশাসক বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বা ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা] সম্মতি বা অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। আইনের এই বিধান বহির্ভূতভাবে আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তরিত হলে সরকারের নির্বাহী বিভাগ উক্ত ভূমি পূনরুদ্ধার করে মূল মালিক বা তার অনুপস্থিতিতে তার উত্তরাধিকারদের ফিরিয়ে দেয়া কিংবা উত্তরাধিকার পাওয়া না গেলে উক্ত ভূমির মালিকানা সরকারি হেফাজতে নিয়ে অন্যকোন আদিবাসী ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দেয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কেউ যাতে আদিবাসীদের ভূমি হস্তগত করতে না পারে মূলত: সে উদ্দেশ্যেই এ বিধান প্রজাস্বত্ব আইনে সন্নিবেশিত হয়েছিল। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) সমতলের আদিবাসী রয়েছে এমন জেলাগুলোতে কাজের অভিজ্ঞতায় দেখতে পায় যে, ৯৭ ধারার উদ্দেশ্য দেশব্যাপী মারত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে এবং বলপূর্বক বা বিভিন্ন কৌশলে বা প্রতারণামূলকভাবে আইনসম্মত পন্থা ব্যতীত আদিবাসীদের বিপুল পরিমান ভূমি অ-আদিবাসী ব্যক্তিদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে অথচ নির্বাহী বিভাগ উক্ত ভূমি পূনরুদ্ধারের কোন উদ্যোগ-ই গ্রহণ করনেনি। সমতলের আদিবাসীগণের ভূমি সুরক্ষার শক্তিশালী আইনগত বিধান থাকার পরও বিপুল পরিমান ভূমি হাতছাড়া হবার কারণ অনুসন্ধান এবং তা পূনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারনের জন্য ব্লাস্ট "রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৯৭ ধারার প্রয়োগঃ সমতলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার সুরক্ষায় করণীয়" বিষয়ক একটি গবেষণা সম্পন্ন করে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ এবং নীতি-নির্ধারকদের কাছে উপস্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্লাস্ট এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

বার্তা প্রেরক
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd